দৈনিক সংবাদ

তারিখ

NOV. 30 2002

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের হয়রানি কি বন্ধ করা যায় না

প্রত্যেককেই শিক্ষাজীবনে এসএসসি পরীক্ষার ধাপ পার করতে হয়; কিন্তু শিক্ষা জীবনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপটিতেও হতে হয় বিভিন্ন হয়রানির শিকার। ফলে যেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা তেমনি ক্ষয়ে যাচ্ছে আদর্শ শিক্ষাজীবনের রূপরেখা। এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে এ হয়রানিগুলো যেমন প্রভাব ফেলছে তেমনি সামাজিক বিশৃঙ্খলাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেহেতু আমার বেড়ে ওঠা মফস্বলেই তাই আমি এখানকার এ হয়রানিগুলো খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে পেরেছি বলে আমার মনে হয়।

সব পরীক্ষার্থী টেস্ট পরীক্ষায় পাস করতে পারলেই তাকে এসএসসি পরীক্ষার ছাড়পত্র দেয়া হয়; কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার্থীদের হয়রানিগুলো এ টেস্ট পরীক্ষা থেকেই শুরু হয়। বর্তমান সরকার নিয়ম করেছে যে, এসএসসি পরীক্ষা দিতে হলে তাকে অবশ্যই প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী উভয় পরীক্ষাতেই পাস করতে হবে। এ নিয়মটি খুবই ভাল, তবে এর প্রতিফলন খুবই কুৎসিত! কারণ সরকার এটা দেখছে না, যে পরীক্ষার্থীটি এসএসসি দিতে গেল সে আদৌ কি প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস করেছে কি না। সরকার শুধুই নিয়মটিই খাড়া করে দিয়েছে কিন্তু প্রতিপালনের ব্যবস্থা দিয়েছে স্কুলগুলোর ওপর এবং এ সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার পূর্ণ এক্তিয়ার দিয়েছে এ মাধ্যমটির ওপর। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যাচ্ছে, স্কুলগুলো তাদের মনগড়া ফলাফলটি প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার পর বোর্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে আমরা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ভয়ানক পাসের হার দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকবার কোন বোর্ডেই উভয় পরীক্ষায় পাসের হার ৬০%-এর বেশি হচ্ছে না। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো স্কুল ও কলেজগুলোর অসাধুতা। সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যারা প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষাতেই নিজেদের প্রায় ৬০ ভাগ অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ছাড়পত্র দিচ্ছে। যার ফলাফল আমাদের চোখের সামনেই ভেসে উঠছে। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এত বড় সংখ্যক অকৃতকার্যদের ৫০ ভাগ কিভাবে পাস করে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। নকলের মতো অতি আধুনিক পদ্ধতি থাকতে তারা অকৃতকার্য হবে কিভাবে। সরকার নকলের ব্যাপারে যত কঠোরই হোক না কেন পরীক্ষা পদ্ধতি এখনও ক্রটিপূর্ণ। নকল কিভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঘটে থাকে তা সরকারের চোখ এড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। নকল কিভাবে হয়ে থাকে তার একটি প্রমাণ দেয়া হলো। পরীক্ষার সময় অনেকেরই পানি পিপাসা লেগে থাকে। তাদের পানি পান করানোর জন্য সেই কেন্দ্রের কেরানি অথবা আয়া সবাইকে পানি খেতে দেয়; কিন্তু পানি খাওয়ানোর মাঝে কত বড় ঘটনা ঘটে যায়, তা সবার অলক্ষ্যেই ঘটে যায়। পানি খাওয়ানোর আগে কেরানি বা আয়ারা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সামান্য উৎকোচে তারা প্রলুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নকল সরবরাহ করে। সবকিছুই ঘটে কিন্তু পরীক্ষকের সামনেই। কিন্তু কিছুই বলার থাকে না। কারণ এ যুগে শিক্ষকদের নিরাপত্তার অভাব প্রচণ্ড। নকল ধরলে পরীক্ষার্থীটি রাস্তায় অথবা অন্য কোথাও তাকে আঘাত করবে। শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবি যে কতটুকু যুক্তিযুক্ত তার প্রমাণ মেলে কিছুদিন আগেই ঘটে যায় শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যাকাণ্ড। তাই আমার মনে হয় যে সমাজে বিশৃঙ্খলা দূর করানোর জন্য যেমনি নামানো হয়েছে সেনাবাহিনী তেমনি পরীক্ষা কেন্দ্রেও পরীক্ষক হিসেবে সেনাবাহিনী নামানো দরকার, আর এতেই নকলমুক্ত শিক্ষাঙ্গন পাওয়া যায়।

কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার হয়রানিগুলোর শেষ এখানেই নয়। পরীক্ষা চলাকালে স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের নকল যেভাবে সাহায্য করে তা অত্যন্তই দুঃখের ব্যাপার। এসএসসি পরীক্ষার শেষের কয়েকটি পরীক্ষা সাধারণত নিজ কেন্দ্রেই হয়ে থাকে। তখন নিজ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের অবাধে নকল করার সুযোগ করে দেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। এসএসসি লিখিত পরক্ষিা শেষ হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয় ব্যবহারিক পরীক্ষা। ব্যবহারিক পরীক্ষায় ছাত্রদের মন ও মানসিকতায় শিক্ষকরা কালিমা লেপে দেন। যেহেতু ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রশ্ন স্কুলে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই চলে আসে, স্কুল কর্তৃপক্ষ অবাধে প্রশ্নগুলো কাগজে তুলে এর প্রতিলিপি ছাত্রদের মধ্যে বিলি করে দেন। কোন কোন স্কুলে দেখা যায়, শিক্ষকরা এর জন্য সামান্য উৎকোচও নিয়ে থাকেন। তাই ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিণত হয় প্রহসনে। প্রহসনের শেষ এখানেই নয়, ব্যবহারিক পরীক্ষায় পরীক্ষকরা যে নম্বর দেন, তা শিক্ষকরা পালটে নিজেদের পরীক্ষার্থীদের মনগড়া নম্বর বোর্ডে পাঠিয়ে দেন। এর ফলে যেমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একটি সাধারণ ছাত্রের ভবিষ্যৎ তেমনি যোগ্যতা না রেখেও অনেক ছাত্র এসএসসি পাস করে যাচ্ছে। যার জন্য আমাদের জাতির ভবিষ্যতেরা সরল পথ থেকে ছিটকে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তেমনি জাতির উন্নতিতে এরা বোঝারূপে পরিগণিত হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও প্রায় ১.৫ কোটি শিক্ষিত বেকার রয়েছে। শুধুমাত্র এসএসসিতে এ হয়রানির জন্যই তারা কোন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা লাভ করতে পারেনি এবং দেশের বোঝা বলে সম্বোধিত হচ্ছে।

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে কি? এ প্রশ্নটা আমাদের সকলের কাছে এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছকে টিকিয়ে রাখতে হলে যেমন গাছের গোড়া ঠিক থাকতে হয়, তেমনি এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো- এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত ও ক্রটিবিহীন পদ্ধতিতে গ্রহণ করা এবং সরকারকে অবশ্যই প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার মূল্যায়নের ওপর আরও গুরুত্বারোপ করতে হবে। আর এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে জাগরণ গড়ে তুলতে হবে এবং এর ফলেই আমরা লাভ করব সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

মো. আবদুর রহমান (মুন)
এম এন (পাইলট) হাই স্কুল
দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।